নতুনগ্রামের
কাঠের পুতুল
বর্ধমান

মন-মাতানো রঙের বৈভব, চোখের নজর-কাড়া নকশা আর ঐতিহ্যবাহী বিমূর্ত শৈলী, এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় নিয়েই নতুনগ্রামের কাঠের পুতুল। ভাবনার চমক, সারল্য আর শিল্পীদের দক্ষতার যোগফলে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে এই শিল্প। একটি কাঠের টুকরোকে খোদাই করে তৈরি হয় এই পুতুল। সেখানে পুরাণ-কথার সঙ্গে সহজেই মিশে যায় বাংলার আবহমান লোকসংস্কৃতি। প্যাঁচা, রাধাকৃষ্ণ, দুর্গা, গৌর-নিতাই, রাজারানি সব ধরনের পুতুলেই স্থানীয় কাষ্ঠশিল্পীদের কাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

তৈরির পদ্ধতি

একটি কাঠের টুকরোর ওপর প্রথমে পুতুলের নকশাটা এঁকে নেওয়া হয়। তারপর খোদাই করে ফুটিয়ে তোলা হয় পুতুলের অবয়বটি। এরপর খড়িমাটি, ময়দা, জল এবং আঠার প্রলেপ দিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। খড়িমাটির প্রলেপ দেওয়ার ফলে পুতুলগুলির উপরিভাগ মসৃণ হয়ে ওঠে। সবশেষে রং করার পালা। সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে পুতুলগুলির গায়ে নির্দিষ্ট নকশা ও মোটিফ ফুটিয়ে তোলা হয়।

ট্রেডমার্ক প্যাঁচা

প্যাঁচার মূর্তি এই গ্রামের একটি ট্রেডমার্ক বলা চলে। ঘরে ঘরে প্রচুর সংখ্যায় তৈরি হয়। লক্ষ্মীদেবীর বাহন হিসেবে প্যাঁচা বাঙালিদের কাছে মঙ্গলের প্রতীক। সাদার ওপর লাল-সবুজ-কালো এবং হলুদ রঙে রাঙানো প্যাঁচা তাই নিজ গুণেই মন কেড়েছে শিল্পরসিকদের। বাংলার হস্তশিল্পের ঐতিহ্যের একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে নতুনগ্রামের প্যাঁচা।

দেশের গর্ব নতুনগ্রাম

বর্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপ শহর সংলগ্ন নতুনগ্রামের অধিবাসীরা তৈরি করেন এই কাঠের পুতুল। রাজ্যস্তরের পুরস্কারও পেয়েছেন এই গ্রামের শিল্পীরা। বর্তমানে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও পাড়ি জমাচ্ছে এই শিল্প, যাচ্ছেন শিল্পীরাও। নতুনগ্রাম আজ আর শুধু বর্ধমান জেলার নয়, রাজ্য তথা দেশের গর্ব।

শুধু প্যাঁচা নয়

প্যাঁচা বা অন্যান্য মূর্তিতেই আজকে আর সীমাবদ্ধ নয় এই শিল্প। তৈরি হচ্ছে টেবিল, চেয়ার, টুল-সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র, অ্যাশট্রে ও ঘর সাজানোর অন্যান্য উপকরণ।

নতুন প্রজন্মের জন্য

নতুন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের কাঠের পুতুল তৈরির ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা থাকলে তারা সমৃদ্ধ হবে। একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যে গর্ব সেই অভিজ্ঞতার শরিক হলে তারাও গর্বিত হবে। স্কুল বা কলেজের ছাত্রছাত্রীরা একটা দিনের কিছুটা সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে কাটিয়ে যেতে পারেন কাঠের পুতুলের গ্রাম নতুনগ্রামে। এই শিল্পের একটি সংগ্রহশালা রয়েছে এখানে। প্রাচীন ঐতিহ্যের ও বর্তমানের বেশ কিছু নমুনা দেখার সুযোগ মিলবে। পাশাপাশি গ্রাম ঘুরে শিল্পীদের কাজ করতে দেখা যাবে। বলা যাবে কথাবার্তাও। ঐতিহ্যবাহী ও বর্তমান একটি শিল্পকর্মের পরিবেশে শুধু সময় কাটানো নয়, শিক্ষা লাভেরও সুযোগ পাবে শিক্ষার্থীরা।

পর্যটকরা আসুন

পর্যটকদের সবসময়ই স্বাগত জানায় কাঠের পুতুল শিল্পের কেন্দ্র নতুনগ্রাম। আপনারা আসুন। এখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে।

কীভাবে আসবেন

অগ্রদ্বীপ স্টেশন থেকে গাড়ি, অটো, টোটোয় সহজেই পৌঁছানো যায় এখানে। তারপর সময় কাটবে বর্ণময় ও বৈচিত্র্যময় একটি ঐতিহ্যের সঙ্গে।

মেলা

চতুর্থ বর্ষের কাঠের পুতুল মেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৫-৭ জানুয়ারি, ২০১৮। মেলার উদ্যোক্তা গ্রামের শিল্পীদের নিজস্ব সংগঠন স্বামী জানকীদাস নতুনগ্রাম কাষ্ঠখোদাই হস্তশিল্প সমিতি।

শিল্পীদের ফোন নম্বর

অক্ষয় ভাস্কর	9775349895
বিজয় সূত্রধর	7872214736
দিলীপ ভাস্কর	9733902091
দিলীপ সূত্রধর	9333386501
গোপাল ভাস্কর	9007162182
কৃপা ভাস্কর	9609667141
মাণিক সুত্রধর	9932469992
নিমাই ভাস্কর	9735185052
পরিতোষ ভাস্কর	9732217657
সুজয় ভাস্কর	9609136135
উত্তম ভাস্কর	9732908249

স্বামী জানকী দাস নতুনগ্রাম উড কার্ভিং আর্টিজানস ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

পোস্ট - পাটুলি, গ্রাম - নতুনগ্রাম, জেলা - বর্ধমান

পিন - 713512

ফোন - 9333386501

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

सत्यमेव जयते
Department of Micro, Small & Medium Enterprises & Textiles
Government of West Bengal

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

banglanatak.com